মেহেরপুর সীমান্তে ৮ কেজি গাঁজাসহ একজন আটক

৪৭ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ৮ কেজি গাঁজা ও দেশীয় তৈরী হাসুয়াসহ মোঃ সাইদার আল সোনা (৬৫) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক হয়েছে।

আটক সাইদার আল সোনা গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের মৃত শামস উদ্দীনের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার (২ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে রংমহল বিওপি’র আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৬/১-এস ধলার মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের গাংনী উপজেলার রংমহল বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ ফজলার রহমানের নেতৃত্বে মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ৮ কেজি গাঁজা, একটি দেশীয় তৈরী হাসুয়া, একটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দিয়ে তাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারীকে আটক করেছে বিজিবি

গাংনীর কাজিপুর সীমান্তের আলমবাজার এলাকায় ৪৭ বর্ডাগার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) কাজিপুর বিওপি অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন ও গাঁজাসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন গাংনী উপজেলা শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মোজাম্মেল হকের ছেলে বিদ্যুৎ হোসেন (৩২) ও করমদি গ্রামের খোরশেদ আলমের ছেলে বাদল হোসেন (২০)।

তাদের কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন (৩টি সীমসহ) ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সীমান্ত পিলার ১৪৫/৫ এস হতে ৫ শ গজ দুরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজিপুর আলমবাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করে বিজিবি’র টহল দলটি।

রবিবার সন্ধ্যার দিকে কাজিপুর বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মো: টিপু সুলতানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন। এঘটনায় মামলা দিয়ে দুজনকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে। আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পাঁচকেজি গাঁজাসহ আটক ১

সোহরাব হোসেন (৩৮) নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে পুলিশ। তার কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে পাঁচ কেজি গাঁজা।

আজ শুক্রবার দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুরের গাংনীর ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম তাকে হাড়াভাঙ্গা কাদের মোল্লা মোড় থেকে আটক করে। সোহরাব হোসেন গাংনী উপজেলার রামনগরের মোস্তফার ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, একজন মমাদক কারবারী সীমান্ত এলাকা থেকে গাঁজা নিয়ে হাড়াভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে আসছে মর্মে সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালান এসআই জহির ও সঙ্গীয় ফোর্স। এসময় সোহরাব হোসেনের কাছে রাখা একটি ব্যাগে তল্লাশী চালিয়ে পাঁচ কেজি গাঁজা পাওয়া গেলে তাকে আটক করা হয়।

তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের সাপেক্ষে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়।

মেহেরপুরে গাঁজাসহ সাইফুল আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ফাঁড়ি পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুল ইসলাম (৩০)কে আটক করেছে।

আটক সাইফুল ইসলাম সদর উপজেলার সিংহাটি উত্তরপাড়া এলাকারমৃত ইউসুফ মন্ডলের ছেলে।

আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) ভোররাতের দিকে বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই(নিঃ) মফিজুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন

সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান সিংহাটি গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১১০ গ্রাম গাঁজাসহ সাইফুলকে গ্রেফতার করে।

এঘটনায় আসামী সাইফুলের বিরুদ্ধে সদর থানায় ৩৬(১) সারণির ১৯(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮; ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলা নং-২৭, তাং-২৪/০৮/২০২২। আজ বুধবার (২৪ আগষ্ট) আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল

আলমডাঙ্গার গড়গড়ি গ্রামে গাঁজা সেবনের দায়ে এক যুবককে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে গড়গড়ি গ্রামে উপস্থিত হয়ে এ আদেশ প্রদান করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়গড়ি গ্রামের আজিজুদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা। সে দীর্ঘদিন যাবৎ মাদকদ্রব্য গাঁজা সেবনের পাশাপাশি বিক্রয় করে আসছিলো।

সোমবার বেলা ১২ টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় গড়গড়ি গ্রাম থেকে মাসুদ রানাকে ২৫ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে পুলিশ। পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদ উপস্থিত হয়ে মাসুদ রানাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

দর্শনায় গাঁজাসহ মহিলা মাদক

ব্যবসায়ী আটক

দর্শনায় গাঁজাসহ রিনা বেগম (৫০) নামের এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ী কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে শনিবার সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ,এইচ,এম লুৎফুল কবীর এর নেতৃত্বে দর্শনা থানার অফিসার এসআই (নিঃ) শামীম রেজা, এএসআই (নিঃ) সানোয়ার হোসেন, এএসআই (নিঃ) হাফিজুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করে।

এসময় দর্শনা থানাধীন পশ্চিম রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে হতে রিনা বেগমকে ২ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করে।

রিনা বেগম রুদ্রনগর মাদ্রাসাপাড়ার মৃত আজাদুল ইসলামের স্ত্রী। তার বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

গাংনীতে গাঁজা সেবনকারীর জেল

গাঁজা সেবনের অপরাধে গাংনী উপজেলার ঢেপা গ্রামের ইসরাফিল (২৬) নামের একজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।
আজ বুধবার (২৫ মে) দুপুরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এ দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়। ইসরাফিল ঢেপা গ্রামের মৃত মনিরুল ইসলামের ছেলে।
এর আগে সকালের দিকে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম ঢেপা গ্রামের ইসরাফিলের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেন।
পরে তাকে গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানমের আদালতে হাজীর করেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর (৯) ধারা মোতাবেক তাকে ১৫

দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়। মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে গাঁজা বাগান ধ্বংস

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামে একটি গাঁজা বাগান ধ্বংস করেছে পুলিশ। বৃহষ্পতিবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম গাঁজা বাগানটির দুই শতাধিক গাঁজা গাছ কেটে ফেলে। এসময় গাঁজা চাষি দুলাল পালিয়ে গেলেও তার স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে পুলিশ হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

গাংনী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জানান, মটমুড়া গ্রামের কাশেমের ছেলে দুলাল তার বসত বাড়ি সংলগ্ন এক বিঘা জমিতে গাঁজা চাষ করছিল। গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমানের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম বুধবার রাত থেকে ওই বাড়ি বাগান ঘিরে রাখে। টের পেয়ে বাগান মালিক দুলাল পালিয়ে যায়। পুলিশ দুলালের স্ত্রী শেফালি, ছেলে শাকিল এবং মেয়ে শিউলী কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়।

বৃহষ্পতিবার সকালে পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও গাঁজা বাগান ধ্বংস করেন।

দুলালের পরিবার জানায়, দুলাল একজন মাছ ব্যবসায়ি। সে ওই জমিতে কি চাষ করেন তারা জানে না। স্থানীয় লোকজন জানান, দুলালের বাড়ি নির্জন জায়গায়। কেউ তার বাড়ির আশে পাশে চলাফেরা করে না। ফলে নির্বিঘ্নে সে গাঁজা চাষ করছিল।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মুরাদ আলী জানান, দুলাল মাছ ব্যবসার আড়ালে গাঁজা চাষ করছিল। পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাত থেকেই দুলালের বাড়ি ও গাঁজা বাগান ঘিরে রাখে। বৃহষ্পতিবার সকালে গাঁজা বাগানের দুশোটিরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে সেগুলো আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেয়া হয়েছে তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে। সম্পৃক্ততা পেলে এদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় গাঁজার গাছসহ গাঁজা চাষী আটক

আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রাম থেকে ৭ ফুট উচ্চতার ৬ টি গাঁজার গাছসহ নুর আলী নামের এক গাঁজা চাষিকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (৪ জুলাই) নুর আলীকে তার বাড়ি থেকে আটক কার হয়।

নুর আলী আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর বাড়াদি গ্রামের ফজলেক আলী মন্ডলের ছেলে। তার নামে থানায় মাদক নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

থানার এসআই আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আটক নুর আলী তার জমিতে অন্য ফসলের আড়ালে গাঁজার চাষ করে আসছিল। খবর পেয়ে তার জমিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় ৬ টি ৭ ফুট উচ্চতার গাঁজার গাছসহ নুর আলীকে আটক কার হয়। তার নামে মামলা দায়ের হয়েছে।